A-3489

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
তাং .....

সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
(SESDP)

এর

নিবিড় পরিবীক্ষণ

চূড়ান্ত প্রতিবেদন

IMED Library
Accession No A-3489
Accession Date 12-12-2011
No of Copy 01
Call No

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়

পরামর্শক চুক্তির আওতায় প্রণীত
কাজী আব্দুল কাদির
পরামর্শক

নভেম্বর ২০, ২০১১

নির্বাহী সার -সংক্ষেপ

১. প্রেক্ষাপট ও প্রকল্প

১.১ প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ফলশ্রুতিতে বিদ্যালয়, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেলেও মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ক্রমহ্রাসমান গুণগত মান উদ্বেগের সৃষ্টি করে। দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও নিম্নমানের শিক্ষা দানের ফলে সৃষ্ট এ অবস্থার উত্তরণে প্রয়োজন দক্ষ মনিটরিং ও মূল্যায়ন। বেসরকারী বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার অনুদান প্রাপ্তি যোগ্যতা তাদের গুণগত মানের সঙ্গে সম্পর্কিত করে মাধ্যমিক শিক্ষায় জবাবদিহিতা প্রচলনের প্রয়োজন । এ পটভূমিতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (SESIP) মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের সূচনা করে।

১.২ 'সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (SESDP)' সেসিপ (SESIP) এরই একটি ফলো-অন প্রকল্প। জানুয়ারী ২০০৭ খ্রি. হতে জুন ২০১৩ খ্রি. তে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় হচ্ছে জিওবি ১৯৮৩৩.১০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৫৯৫০০.০০ লক্ষ টাকা সহ মোট ৭৯৩৩৩.১০ লক্ষ টাকা। একটি যুগোপযোগী মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিনির্মাণই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহ হ'ল ঃ (i)মাধ্যমিক শিক্ষার সকল স্তরে ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা জোরদার করে এ ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি ; (ii)কারিকুলাম, ছাত্র মূল্যায়ন ও বিদ্যালয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং (iii) দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তাদান, শিক্ষাদান ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদান ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ।

২. প্রকল্পের অগ্রগতি

২.১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ৭৮ মাসের মধ্যে জুন ২০১১ এ ৫৪ মাস বা ৬৯% বাস্তবায়ন সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়ে প্রকল্পে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে মোট ৪৬৬.২৭ কোটি টাকা (৫৯%) ও প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৫৫%। বাস্তবায়ন সময় অতিক্রান্তির তুলনায় প্রকল্পের অগ্রগতি পিছিয়ে রয়েছে। জুন ২০১১ পর্যন্ত মূল ও সংশোধিত ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রার যথাক্রমে ৮৩% ও ৭২% এর তুলনায় অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়ভাবে কম (পৃ:১২)। প্রকল্পের পূর্ত কাজের সাইট নির্বাচনে বিলম্ব, পরামর্শক নিয়োগে বিলম্ব এবং প্রকল্পের সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য প্রকল্পটি প্রারম্ভিক পর্যায়ে বাস্তবায়নে গতিশীলতা অর্জনে সক্ষম হয়নি।

২.২ প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পের কাঠামোকে সাংগঠনিক, অবকাঠামো ও কারিগরী সহায়তায় সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এগুলি হলঃ (ক) সাংগঠনিক সক্ষমতা সৃষ্টির জন্য জনবল;(খ) বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্ষমতা সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ উপকরণ; (গ) শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য পরামর্শক সেবা; (ঘ) শিক্ষার সুযোগে সাম্য আনয়নের জন্য অনুন্নত ও জনবহুল এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ ও দরিদ্র বান্ধব বৃত্তির প্রচলন; (ঙ) শিক্ষায় আইসিটি প্রয়োগের জন্য ২০টি স্কুল ও ৩৫টি মাদ্রাসায় আইসিটি ল্যাব স্থাপন এবং (চ) অন্যান্য সহায়ক উপকরণ (যানবাহন, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি)। প্রকল্প পরিচালকের ঘন ঘন পরিবর্তন, জনবল স্বল্পতা, পদ্ধতি উন্নয়নে বিলম্ব এবং স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের অভাবে জনবল কাঠামো পুর্ণ কার্যকারিতা অর্জন করতে পারেনি। প্রশিক্ষণ ও পরামর্শক সেবার আওতায় পদ্ধতি উন্নয়ন কাজও পিছিয়ে রয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়ন পিছিয়ে থাকার কারনে প্রকল্প মেয়াদে অনুন্নত এলাকায় নির্মিতব্য স্কুল সমুহ চালু করা যাবে না । পাইলট স্কুল (২০টি) ও মাদ্রাসায় (৩৫টি) কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হলেও শিক্ষণ-শিখন কাজে এগুলির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার হচ্ছেনা।

৩ প্রকিউরমেন্ট ও অর্থ ব্যবস্থাপনা

৩.১ প্রকল্পের অর্থ ব্যবস্থাপনা মোটামুটি সন্তোষজনক। প্রকল্পের ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিছু বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে (পৃ:২১)। প্রকল্পের আওতায় ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, কারিকুলাম উন্নয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার, মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তার জন্য মোট ৯২ জনমাসের আন্তর্জাতিক পরামর্শক এবং ২১২ জনমাসের দেশীয় পরামর্শক সেবা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়ন শেষে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটিতে পরামর্শক সেবার দরপত্র প্রস্তাব পেশ করা হয়। কমিটি ১২.০২.২০০৮ খৃ. তারিখে প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। ইওআই আহ্বান থেকে দরপত্র অনুমোদন পর্যন্ত সময় লাগে ১৫ মাসের কিছু বেশী।

৩.২ পরামর্শক সেবার আওতায় ইতিমধ্যে সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার, মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ের কাজ যথেষ্ট মান সম্পন্ন। পদত্যাগের জন্য ডিসেম্বর ২০১০এ পরামর্শক দলনেতার পদসহ পরবর্তিতে ৫টি স্থানীয় পরামর্শক পদ শুণ্য হয়। এতে পরামর্শক সেবার কাজ শ্লথ হয়ে পড়ে। তাছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/সংস্থা পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বের জন্যও পরামর্শক কাজের চূড়ান্ত ফলাফল লাভে বিলম্ব হচ্ছে (পৃ:১৬-১৮)। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত উন্নয়নের দীর্ঘ মেয়াদী সুফল লাভে (Sustainability) হুমকির সৃষ্টি হচ্ছে।

৪. মাঠ জরিপ

৪.১ বিদ্যালয়সমূহের ভৌত পরিবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আশানুরূপ নয় (পৃ:২৭)। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করা এবং তাদের গঠনমূলক মূল্যায়নের জন্য ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন চালু করা হয়েছে। নমুনাধীন বিদ্যালয়ের ৮৭.৫০% এর ক্ষেত্রে এসবিএ বাস্তবায়ন হচ্ছে। পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের আওতায় মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ২০১০-এ বাংলা ও ধর্ম শিক্ষায় এবং ২০১১-এ পরীক্ষায় আরও ৫টি বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। এজন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং প্রায় ৩ লক্ষ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৪.২ বিদ্যালয়ের কৃতিত্ব উন্নয়নের হাতিয়ার হলো পিবিএম অনুসরণ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রধান শিক্ষকের রেজিস্টার রক্ষণ এবং শিক্ষকদের ক্ষেত্রে শিক্ষক ডায়েরী সংরক্ষণ। বিদ্যালয়ের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এখনও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি, অর্ধেকের কিছু বেশী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক রেজিস্টার সংরক্ষণ করেন এবং শিক্ষকের ডায়েরী ব্যবহার অর্ধেকেরও নীচে (পৃ:৩০, সারণি-১৪)।

৪.৩ স্বল্প কৃতিত্বধারী শিক্ষার্থীদের (৩০% এর নিম্ন নম্বর প্রাপ্ত) জন্য সপ্তাহে কমপক্ষে ১টি টিউটোরিয়াল ক্লাশ আয়োজনের লক্ষ্য থাকলেও শিক্ষকগণ প্রত্যেকে বিগত মাসে নূন্যতম ১টি থেকে অনেকে একাধিক অতিরিক্ত ক্লাস নিয়েছেন । শিক্ষকগণ স্কুলে সহ-শিক্ষাক্রম কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

৫. উপসংহার ও সুপারিশ

৫.১ মন্ত্রণালয়/সংস্থার সম্পৃক্ততা ছাড়া ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার মান উন্নয়নে নির্দিষ্ট সময় সীমার বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ হিসেবে অতীতে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে। মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক আত্মস্থকরণে ব্যর্থতা এবং প্রণীত ব্যবস্থার ধারাবাহিক ও নিয়মিত পরিশীলনের অভাবে প্রকল্প উদ্যোগে সৃষ্ট উন্নয়ন সুদূরপ্রসারী প্রভাব অর্জন করতে পারেনি। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে আত্মস্থকরণ ও অংশিদারী ছাড়া দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্পের উন্নীত ব্যবস্থাকে টেকসই করা যাবে না।

৫.২ প্রকল্পের কাঠামোগত উন্নয়নের সমন্বিত বাস্তবায়ন হচ্ছে না। প্রকল্পের কৃতিভিত্তিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি সৃজন পরস্পর নির্ভরশীল হলেও তথ্য ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন পিছিয়ে আছে। নিম্ন পর্যায়ে গতিশীলতা আনয়নের জন্য উচ্চ পর্যায়ের (upstream) উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা দরকার।

৫.৩ স্থানীয় পর্যায়ে এমপিওভুক্তি ন্যস্তকরণসহ সংস্থার কার্যভিত্তিক বিশেষায়ণের প্রস্তাব রয়েছে। ইতোমধ্যে সংস্থাটিকে উচ্চ শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা– এ দুভাগে বিভক্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে। দেশের বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষায় প্রায় কোটি শিক্ষক-শিক্ষার্থী জড়িত। এমন একটি বিশাল ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালন অত্যন্ত দুরূহ। এজন্য প্রয়োজন সংস্থার বিভাগ ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণ ।

৫.৪ প্রকল্পভুক্ত কারিকুলাম উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীলতা লাভ করেনি। আগস্ট ২০১০-এ জাতীয় কারিকুলাম নীডস্ এসেসমেন্ট রিপোর্ট এবং মার্চ ২০১১-এ খসড়া কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত তিনটি বিষয়ের কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে । জানুয়ারি ২০১২-তে এ সকল বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করা হবে। ৬ষ্ঠ থেকে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত অন্যান্য বিষয়ের কারিকুলাম উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা দরকার।

৫.৫ কৃতিভিত্তিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণের জন্য সংশোধিত ম্যানুয়াল বিজি প্রেসে ছাপা হতে এক বৎসর লেগে যায়। এ বিলম্বের কারণে কৃতিভিত্তিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণের কাজ পিছিয়ে পড়েছে। অনুরূপ অবস্থার পুনরাবৃত্তি রোধে ছাপার কাজ উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

৫.৬ প্রকল্পের পূর্ত কাজ পিছিয়ে আছে। বান্দরবান শিক্ষা কমপ্লেক্সের স্থান নির্বাচন না হওয়া ও চট্টগ্রাম শিক্ষা কমপ্লেক্সের জন্য এডিবি-এর অনুমোদন না পাওয়ায় এ সকল কাজ শুরু হয়নি। ৬৬টি নতুন স্কুল নির্মাণের মধ্যে ২৭টি স্কুল নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ দেয়া হয়নি। ২৫০টি স্কুলে টয়লেট ও টিউব-অয়েল স্থাপনের ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি হয়নি। এসকল ক্ষেত্রে অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ দরকার।

৫.৭ কিছু নির্মাণের ক্ষেত্রে ডিপিপি অনুসরণ হচ্ছে না। দু'টি শ্রেণী কক্ষ নির্মাণের স্থলে প্রতিটি স্কুলে তিনটি করে অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। স্বল্প শিক্ষার্থী সম্পন্ন বিদ্যালয়েও অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে । মাধ্যমিক শিক্ষার (৬ষ্ট-১০ম) ৫টি শ্রেণীর জন্য ১৮ কক্ষ বিশিষ্ট তিনতলা ইমারত নির্মাণ করা হয়েছে/হচ্ছে । এটির ডিজাইনও প্রয়োজনাতিরিক্ত বলে মনে হয়। কিছু ক্ষেত্রে নিম্ন মানের নির্মাণ সামগ্রী (ইট, কাঠ ও এম এস এঙ্গেলস) ব্যবহারের নজির দৃষ্ট হয়েছে। শিক্ষার্থীবহুল বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণে ডিপিপি অনুসরণ করা উচিৎ। প্রয়োজনের সংগে সাযুজ্য রেখে নুতন স্কুল নির্মাণ আরও ব্যয় যৌক্তিক করা প্রয়োজন । নির্মাণ কাজের গুণগতমান উন্নয়নে স্থানীয় ও সংস্থা পর্যায়ে আরও তৎপর হওয়া দরকার।

৫.৮ ২০টি পাইলট স্কুল ও ৩৫টি মডেল মাদ্রাসায় স্থাপিত আইসিটি ল্যাব এর টিচিং-লার্নিং ক্ষেত্রে উত্তম ব্যবহারের কোনো দিক নির্দেশনা নেই। টিচিং-লার্নিং ক্ষেত্রে আইসিটি ল্যাব-এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য আইসিটি পরামর্শকের নিয়োগ চুড়ান্ত করা দরকার।

৫.৯ কৃতিভিত্তিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন সুবিন্যস্ত বলে মনে হয়নি। উপজেলা ,আঞ্চলিক ও জেলা শিক্ষা অফিস এর তিন স্তরের লোকবল সমন্বিতভাবে এ কাজ কিভাবে করবে তার কোনো দিক নির্দেশনা নাই। কৃতিভিত্তিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণের জন্য একটি কার্যকর কাঠামো গড়ে তোলা দরকার।

৫.১০ কৃতিভিত্তিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে জোন ও জেলা পর্যায়ে নেতৃত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। জোন ও জেলা পর্যায়ে কোনো এমআইএস ডাটা বেইজ্ নেই। কৃতি ভিত্তিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ বা যে কোনো পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার মূল কথা হলো দ্বি-মুখী তথ্য প্রবাহ। জোন ও জেলা পর্যায়ে স্কুল পরিদর্শনের কোনো আউট-পুট বা ফিড-ব্যাক খুঁজে পাওয়া যায়নি। পিছিয়ে পড়া বিদ্যালয়সমূহকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে ফিড-ব্যাক প্রদান করতে হবে। উপজেলা, জেলা ও জোন পর্যায়ে কৃতিভিত্তিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার দায়িত্ব নিরূপণ করা দরকার ।

৫.১১ কৃতিভিত্তিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণের জন্য ৭টি নির্দেশক ও ৪৫টি উপ-নির্দেশক সম্বলিত পিবিএম-ছক পূরণ ও যাচাইকরণ একটি জটিল বিষয়। পিবিএম-ছক সহজিকরণের সম্ভাব্যতা দেখা দরকার। শিক্ষার্থীদের পাশের হার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের উপর নির্ভর করে বিদ্যালয় ও শিক্ষকের কৃতিত্ব। পিবিএম ছকে এবিষয়টির কোন প্রতিফলন নেই। কৃতিভিত্তিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পাশের হার ও বিষয় ভিত্তিক ফল অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৫.১২ কৃতিভিত্তিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা মূলত: প্রকল্প জনবল ও তাদের নিষ্ঠার উপর নির্ভর করে। চাকুরীর নিশ্চয়তা না থাকায় প্রায়শ: জনবল পরিবর্তন হয়। দক্ষভাবে পরিবীক্ষণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য এ অবস্থার পরিবর্তন দরকার।

৫.১৩ শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক মূল্যায়নের জন্য স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন চালু করা হয়েছে। স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন স্বচ্ছ, সহজবোধ্য ও বস্তুনিষ্ঠ করা একটি চ্যালেঞ্জ। বিদ্যালয় সমূহে এটি চালু করা হলেও কোনো আনুষ্ঠানিক পরীক্ষায় এটি চালু করা হয়নি। টেকসই করার জন্য জুনিয়র মাধ্যমিক পরীক্ষায় এটি চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন।

৫.১৪ প্রকল্পটি প্রকিউরমেন্টের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। নির্মাণ কাজের সংশোধিত প্রাক্কলণ অনুমোদনে বিলম্ব, স্থান নির্বাচনে বিলম্ব ও উন্নয়ন সহযোগির অনুমোদনে বিলম্বের জন্য বরিশাল আঞ্চলিক অফিস, বান্দরবান জেলা অফিস, বিদ্যালয় নির্মাণ (১৪টি), চট্টগ্রাম শিক্ষা কমপ্লেক্স ও অফিস সংস্কারের কাজ বিলম্বিত হচ্ছে।

৫.১৫ আইসিটি ল্যাব স্থাপনে দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়েছে। একই স্কুলে আলোচ্য প্রকল্প এবং বিজ্ঞান, তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-এর আওতায় আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। আইসিটির সুযোগ বাস্তবায়নে দ্বৈততা পরিহার করা প্রয়োজন।

৫.১৬ প্রকল্পের একটি সফল উদ্যোগ হলো মাধ্যমিক পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির প্রচলন। এ পদ্ধতির ধারাবাহিকতা রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়ে এটির প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। অনেক স্কুলেই পরীক্ষার প্রশ্ন বাহির থেকে সংগ্রহ করায় এটির অর্থবহ প্রয়োগ হচ্ছে না। স্কুলের শিক্ষকদেরই পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র প্রনয়ণ করা উচিৎ।

৫.১৭ শিক্ষক স্বল্পতা শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা সুসংগঠিত একটি বিদ্যালয় গঠনে বিরাট অন্তরায়। পল্লী অঞ্চলে নিবন্ধনধারী প্রার্থী না পাওয়ায় প্রায় স্কুলেই শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। পল্লী অঞ্চলে শিক্ষক স্বল্পতা নিরসনে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন।

১০. সুপারিশ

১০.১ ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট সময় সীমায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলেও প্রকল্পটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ধর্মী। প্রকল্প উদ্যোগে সৃষ্ট উন্নয়ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক আত্মস্থকরণ এবং প্রণীত ব্যবস্থার ধারাবাহিক ও নিয়মিত পরিশীলণ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার নিম্ন থেকে শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরে উন্নীত ব্যবস্থার আত্মস্থকরণ ও অংশীদারীর মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।

১০.২ প্রকল্পের সকল অঙ্গের সমন্বিত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্পের কৃতিভিত্তিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থা সৃজন পরস্পর নির্ভরশীল হলেও তথ্য ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নয়ন কাজ পিছিয়ে আছে। তথ্য ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নয়ন কাজ তরান্বিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে অবশিষ্ট সময়ের জন্য প্রকল্পের একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

১০.৩ এমপিওভুক্তি স্থানীয় পর্যায়ে ন্যস্তকরণসহ সংস্থার কার্যভিত্তিক বিশেষায়ণ ও বিকেন্দ্রীকরণ কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। ইতিমধ্যে সংস্থাটি উচ্চ শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা– এ দু'ভাগে বিভক্তিকরণের প্রস্তাব রয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়ে আশু সিদ্ধান্ত হওয়া প্রয়োজন। সমান্তরাল বা পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক বিভক্তিকরণ ব্যতিত সংস্থার ফলপ্রসূ বিকেন্দ্রীকরণ আশা করা যায় না। অবিলম্বে বিকেন্দ্রীকরণ কাজ সমাপ্ত না হলে বিকেন্দ্রীকৃত সংস্থায় প্রকল্প উন্নত ব্যবস্থার ধারাবাহিক প্রয়োগ ও নিয়মিত পরিশীলণ ব্যহত হবে।

১০.৪ প্রকল্পভুক্ত কারিকুলাম উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীলতা লাভ করেনি। সকল বিষয়ে কারিকুলাম উন্নয়নে কারিগরি সহায়তা অক্ষুন্ন রাখা ও সকল কার্যক্রমের সমন্বিত বাস্তবায়নের জন্য কারিকুলাম উন্নয়ন ত্বরান্বিত (First track) করতে হবে ।

১০.৫ প্রকল্পের ম্যানুয়াল ছাপায় বিলম্বের কারণে অনেক গুরুত্বপুর্ণ কাজ পিছিয়ে পড়েছে। এ অবস্থার নিরসনে উম্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ছাপার কাজ সম্পন্ন করা উচিৎ।

১০.৬ প্রকল্পের পূর্ত কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য স্থান নির্বাচন, কার্যাদেশ দান ইত্যাদি অবিলম্বে চুড়ান্ত করতে হবে। অতি দ্রুত এসকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ না নিলে প্রকল্প মেয়াদে এগুলোর সমাপ্তি অনিশ্চিত থেকে যাবে।

১০.৭ ২০টি পাইলট স্কুল ও ৩৫টি মডেল মাদ্রাসায় আইসিটি ল্যাব টিচিং-লার্নিং ক্ষেত্রে উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য আইসিটি পরামর্শক নিয়োগের বিষয়ে আশু সিদ্ধান্ত হওয়া প্রয়োজন। আইসিটি পরামর্শক আইসিটি ল্যাব টিচিং-লার্নিং ক্ষেত্রে উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ম্যানুয়াল প্রনয়ণ করবে।

১০.৮ ই-লার্নিং আইসিটি ল্যাব স্থাপনের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করা সমীচীন। যেকোন মন্ত্রণালয়/সংস্থা কতৃক ই-লার্নিং পাইলট আইসিটি ল্যাব স্থাপনে বিদ্যালয় নির্বাচনে শিক্ষা মন্ত্রনালয় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

১০.৯ কৃতিভিত্তিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অংশগ্রহণ জোরদার করতে হবে। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে এমআইএস ডাটা বেইজ্ গড়ে তুলতে হবে। স্কুল পরিদর্শনের ডাটা এবং ফিড-ব্যাক তথ্য সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০.১০ কৃতিভিত্তিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ বা যে কোনো পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা ফলপ্রসূ করার জন্য দ্বি-মুখী তথ্য প্রবাহ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয় সমূহকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে ফিড-ব্যাক প্রদান করতে হবে।

১০.১১ কৃতিভিত্তিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন সুবিন্যস্ত করতে হবে। ২২২টি উপজেলা একাডেমীক সুপারভাইজার, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, আঞ্চলিক ও জেলা অফিসের জনবল সমন্বয়ে একটি কার্যকর কৃতিভিত্তিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। পরিবীক্ষণে তিন স্তরের লোকবলের সমন্বিতভাবে কার্য সম্পাদনের দিক নির্দেশনা দিতে হবে।

১০.১২ কৃতিভিত্তিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ ছক প্রয়োজনে সহজীকরণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। বস্তুত: ৭টি নির্দেশক ও ৪৫টি উপ-নির্দেশক সম্বলিত পিবিএম-ছক পূরণ ও যাচাইকরণ একটি জটিল বিষয়।

১০.১৩ কৃতিভিত্তিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা মূলত: জনবল ও তাদের নিষ্ঠার উপর নির্ভর করে। এ ক্ষেত্রে নিয়োজিত জোন পর্যায়ের ৭২জন, জেলা পর্যায়ের ৮৪ জন এবং উপজেলা পর্যায়ের ২২২জন - সবই প্রকল্প জনবল। চাকুরীর নিশ্চয়তা না থাকায় জনবলের প্রায়শ: পরিবর্তন হয়। এ অবস্থার উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১০.১৪ শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক মূল্যায়নের জন্য স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন চালু করা হয়েছে। স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন সহজবোধ্য, স্বচ্ছ ও বস্তুনিষ্ঠ করা এবং এটিকে অর্থবহ করার জন্য আনুষ্ঠানিক পরীক্ষায় এটি চালু হওয়া উচিৎ। জুনিয়র মাধ্যমিক পরীক্ষায় এটি চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১০.১৫ প্রকিউরমেন্ট প্রসেসিং ত্বরান্বিত করে পূর্ত কাজ বাস্তবায়নে প্রকিউরমেন্ট প্রসেসিং দুর্বলতা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১০.১৬ প্রকল্পের একটি সফল উদ্যোগ হলো মাধ্যমিক পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির প্রচলন। এ পদ্ধতির ধারাবাহিকতা রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়ে এটি প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। স্ব স্ব স্কুলের শিক্ষকদেরই স্কুলের পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন করা উচিৎ।

১০.১৭ শিক্ষার্থীবহূল বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণে ডিপিপি অনুসরণ করা উচিৎ। প্রয়োজনের সংগে সাযুজ্য রেখে নুতন স্কুল নির্মাণ আরও ব্যয় যৌক্তিক করা প্রয়োজন । নির্মাণ কাজের গুণগতমান উন্নয়নে স্থানীয় ও সংস্থা পর্যায়ে আরও তৎপর হওয়া দরকার।

১০.১৮ শিক্ষার মান উন্নয়নে সকল কথার সারকথা হলো প্রয়োজনীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা সুসংগঠিত একটি বিদ্যালয়। পল্লী অঞ্চলে নিবন্ধনধারী প্রার্থী না পাওয়ায় প্রায় স্কুলেই শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। পল্লী অঞ্চলে শিক্ষক স্বল্পতা নিরসনে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন।